প্রথম আলো

তারিখ SEP 20 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

শেষ মুহূর্তে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রজ্ঞাপন

রাজনৈতিক কারণে ছাড় পেল গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

শেষ মুহূর্তে এসে জোট সরকার একটিকে ছাড় দিয়ে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। আগামী রোববার সরকারের সম্ভাব্য শেষ কর্মদিবসে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। গত বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন তৈরি করে তা দ্বিতীয় দফায় আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, চাপ এড়াতে শেষ মুহূর্তে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এসব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধে বিলম্বের কারণ হিসেবে চাপ থাকার কথা স্বীকারও করেন। কেবল গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করার কারণ হিসেবে মন্ত্রী বলেন, মালিকানা পরিবর্তন হওয়ায় মানোন্নয়নের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রজ্ঞাপন

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে গ্রীন ইউনিভার্সিটিকে বন্ধ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ায় বিষয়টি সমালোচনার সৃষ্টি করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি কিনে নিয়েছেন মইনুল মালিক মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী, তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও সাংসদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বেয়াই।

গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মু ইউসুফ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, আসলে বিশ্ববিদ্যালয়টি কেনাবেচা হয়নি, এটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনায় নতুন লোক এসেছেন। এর ফলে সব শর্ত পূরণ করা হচ্ছে, লেখাপড়ার মানও বেড়েছে। তিনি বলেন, দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে দুই বছর ধরে অপপ্রচারের কারণে শিক্ষার্থী কমে গেছে।

সূত্রমতে, রাজনৈতিক বিবেচনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড় পেয়েছে। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড় দেওয়া যায় কি না, সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মত চাওয়া হয়েছিল। কমিশন এ বিষয়ে নেতিবাচক মত দিলেও গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড় পেল, অন্যদিকে বগুড়ার পুন্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড় পায়নি।

এ প্রসঙ্গে পুন্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য মো. আবদুল হাই চৌধুরী জানান, একই যাত্রায় দুই রকম ফল হতে পারে না। তা ছাড়া সরকারের কাছ থেকে বন্ধের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত পেলে ছাড়া উপ-উপাচার্য পুনরায় তদন্ত দাবি করেন।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্ধ ঘোষণার অপেক্ষায় থাকা পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে: ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (বগুড়া), আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি এবং আওয়ামী লীগের সাংসদ হামিদা বানু শোভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কুইন্স ইউনিভার্সিটি।

২০০৩ সালের ১৫ জুলাই ইউজিসি চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে গঠিত নয় সদস্যের কমিটি আটটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করে। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন সাবেক বিচারপতিকে এই আটটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত করে সুপারিশসংবলিত প্রতিবেদন পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাবেক বিচারপতি দুটি (বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি) ছাড়া বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদবাতিলের সুপারিশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দেরিতে হলেও সরকার একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করা উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। চেয়ারম্যান বলেন, তাঁপরও পাঁচটি বন্ধের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক এবং উচ্চশিক্ষায় এর প্রভাব ফেলবে। অধ্যপক আসাদুজ্জামান মনে করেন, যারা যেনতেনভাবে সনদ বিক্রি করছে তারা এ সিদ্ধান্তের ফল